দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ FEB 4 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

60

এক হাজার কওমি মাদ্রাসায় হরকত-উল-জিহাদ বাহিনীর প্রশিক্ষণ

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

ইসলামিক শিক্ষা দেয়ার নামে দেশের বিভিন্ন স্থানে ১ হাজারেরও বেশি কওমি মাদ্রাসায় হরকত-উল-জিহাদ বাহিনীর প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। অনেক কওমি মাদ্রাসার এই প্রশিক্ষণে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদেরকেও শরিক করা হয়। কাগজে-কলমে এসব মাদ্রাসার মূল উদ্দেশ্য অনৈসলামিক কার্যকলাপ বন্ধ করে দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। পবিত্র কোরান-সুন্নাহ্র নিয়ম-কানুন মেনে চলা। ছেলে-মেয়েদের আদব-কায়দা সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া। কিন্তু বাস্তবে করা হয় এসবের সম্পূর্ণ উল্টো। তালেবান স্টাইলে দেশে ইসলামিক বিপ্লব করার জন্য এসব মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথম থেকে ধ্যানধারণা দেয়া হয়। এরপর সুন্নতি লাঠির মাধ্যমে প্রথমে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই প্রশিক্ষণে সুন্নতি লাঠির মধ্যে ৩০/৪০ ইঞ্চি লম্বা কিরিচ ঢুকিয়ে কিভাবে ধর্মনিরপেক্ষ ও বিধর্মীকে হত্যা করা হবে তার শিক্ষা দেয়া হয়। এই শিক্ষায় পারদর্শী হলে পর্যায়ক্রমে পিস্তল, রিভলবার ও মেশিনগান চালানোর শিক্ষা দেয়া হয়। এসব প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য আফগানিস্তান ও পাকিস্তান থেকে আনা হয় বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষক মাওলানাদের। এসব প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ২০০০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা। আর এই ক্ষমতা দখলের জন্য পাকিস্তানী গোয়েন্দাসহ কয়েকটি ইসলামিক দেশের লোকজন অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমানে দেশে প্রায় ৫ হাজার কওমি মাদ্রাসা রয়েছে। এসব মাদ্রাসা সরকারের কোন সাহায্য নেয় না। সরকারের পক্ষ থেকে নেই এদের ওপর কোন তদারকি। ফলে এদের কাজকর্ম ও রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ চলছে অনেকটা ফ্রী স্টাইলে। এসব কওমি মাদ্রাসার মধ্যে ১ হাজারেরও বেশি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানী সমর্থক। ফলে পাকিস্তানের সঙ্গে

(২- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

এক হাজার কওমি

(প্রথম পাতার পর)

রয়েছে তাদের সম্পর্ক। এ মাদ্রাসাগুলো প্রধানত তত্ত্বাবধান করেন জমিয়তে ওলেমা ইসলামের লোকজন। তাদের মূল কাজ হচ্ছে ইসলামের নামে বাংলাদেশে প্রায় সবসময় অশান্তি আর বিশৃঙ্খলা জিইয়ে রাখা। এসব কওমি মাদ্রাসার বেশিরভাগ পার্বত্য জেলাগুলোতে, পটুয়াখালী, যশোর, কিশোরগঞ্জ ও ঢাকা অবস্থিত। এছাড়া নারায়ণগঞ্জসহ দেশের অন্যান্য স্থানেও রয়েছে এ ধরনের মাদ্রাসা। তবে অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি স্থানে এগুলো অবস্থিত। যাতে উল্লিখিত শিক্ষা দেয়া ও প্রশিক্ষণে কোন অসুবিধা না হয়। অন্য প্রায় চার হাজার কওমি মাদ্রাসা মূলত মসজিদভিত্তিক গড়ে উঠেছে। মসজিদে নামাজ পড়া ছাড়া এখানকার ছাত্রদের প্রধানত ইসলামের আলোকে শিক্ষা দেয়া হয়। এর সঙ্গে রাজনৈতিক তেমন কোন সম্পর্ক নেই।

খবর নিয়ে জানা গেছে, এ আলোচ্য কওমি মাদ্রাসাগুলোতে ১৯৭৮ সালের পর থেকে রাষ্ট্রবিরোধী বিভিন্ন শিক্ষা দেয়া হলেও এ যাবত সরকার থেকে তেমন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ফলে মাদ্রাসাগুলো দিনের পর দিন বিদেশ থেকে অঢেল টাকা ও অস্ত্র নিয়ে এসেছে। সেসব টাকা ও অস্ত্র ব্যবহারও করা হয়েছে নিজেদের ইচ্ছামাফিক। আর যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে দেশে অস্ত্রের ব্যবহার যেমন বেড়েছে, তেমনি ধর্মের নামে মৌলবাদী তৎপরতাও বেড়েছে আশঙ্কাজনকভাবে। এতে পূর্ববর্তী সরকারগুলো যুগিয়েছে ইন্ধন। আর এই ইন্ধনের সুযোগ নিয়েছে কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার তথাকথিত বেশ কয়েক সোর্স এবং সংস্থার লোকজন। তারা এসব কওমি মাদ্রাসার কর্মকর্তাদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে আসল তথ্যের পরিবর্তে ভুল তথ্য পরিবেশন করেছে সরকারকে। ভাবখানা, তারা সরকারের অভিপ্রায় বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছে।

এ ধরনের কওমি মাদ্রাসা থেকে প্রশিক্ষণ নেয়া পাঁচ ছাত্র কয়েকদিন আগে বরেণ্য কবি শামসুর রাহমানকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে হাতে-নাতে ধরা পড়ে। এদের মধ্যে শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হকের একটি কওমি মাদ্রাসাও রয়েছে। এই মাদ্রাসাটি হলো মোহাম্মদপুরের জামিয়া রহমানিয়া মাদ্রাসা। মোহাম্মদপুরে এ ধরনের আরও বেশ কয়েকটি মাদ্রাসা রয়েছে। ধৃত ব্যক্তিরা পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে যে, দেশের কওমি মাদ্রাসার শতকরা ২৫ ভাগে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই প্রশিক্ষণ ছেলেদের সঙ্গে অনেকস্থানে মেয়েরাও নিচ্ছে। এ ধরনের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহের পিছনে পাকিস্তান ও সৌদি আরবসহ কয়েকটি মুসলিম দেশের হাত রয়েছে।

বিষয়টি সম্পর্কে ঢাকার আরামবাগ এলাকায় অবস্থিত কওমি মাদ্রাসা বোর্ডের এক কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, তাঁদের কাজ হচ্ছে ধর্মের মাধ্যমে দ্বীনের সেবা করা। এজন্য তাঁরা সরকার থেকে কোন সাহায্য নেন না। সরকারের কোন খবরদারিও নেই তাঁদের ওপর। কেননা নিজেদের চাঁদার টাকায় নিতান্তই গরিবানা হালে তাঁদের বেশিরভাগ কওমি মাদ্রাসা চলে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা অবশ্য জানান, তাঁদের হিসাবমতে, দেশে প্রায় ৮ হাজার দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা রয়েছে। এসব মাদ্রাসায় লক্ষাধিক শিক্ষক ছাড়াও প্রায় ২০ লাখ ছাত্র রয়েছে। এই মাদ্রাসার পিছনে সরকারের বছরে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়। এসব টাকা কিভাবে খরচ হয় তার মোটামুটি হিসাব নেয়া হয়। করা হয় মাঝেমধ্যে ইন্সপেকশনও। কিন্তু কওমি মাদ্রাসার কোন হিসাব সরকারী কাগজপত্রে তেমন নেই। নেই তাদের তৎপরতা সম্পর্কে তেমন খবরাখবর।

এ কর্মকর্তা অবশ্য স্বীকার করেন যে, কিছু কিছু কওমি মাদ্রাসার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতার সুস্পষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ প্রেক্ষিতে কওমি মাদ্রাসাগুলো সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে একটা গাইড লাইন তৈরির চিন্তাভাবনা চলছে। প্রয়োজনে যেসব কওমি মাদ্রাসার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে সেসব কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।